

## দ্বীনি ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি ও ইন্টারনেট থেকে পাঠগ্রহণে সতর্কতা

[১]

ইদানিং কালে দ্বীন মানতে আগ্রহী অনেক ভাইয়েরা ইসলামের বিধানাবলি জানতে ইন্টারনেটের আশ্রয় নিচ্ছেন। ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু যে কোন ধরনের জ্ঞান আহরণের জন্য জ্ঞানার্জনের সঠিক মানহাজ বা পদ্ধতির অনুসরণ অতি আবশ্যিক বিষয়।

জ্ঞানার্জনের সঠিক ও প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে, ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে শেখা ও শেখানো। শিক্ষক শেখাবেন। ছাত্র শিখবেন। শিক্ষকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জ্ঞানার্জন করাই জ্ঞানার্জনের মৌলিক পদ্ধতি। আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আজ অবধি জ্ঞানার্জনের এই ধারা চলমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালামকে কিছু বাক্য শেখানোর মাধ্যমেই মানবেতিহাসে জ্ঞানার্জনের সূচনা হয়।

এভাবেই প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে (আলাইহিমুস সালাম) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) তাদের শিষ্যদের এভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণকে (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন) এভাবেই দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মাধ্যমে জ্ঞানের যে বিকাশ হয়, তা তুলনামূলক শুদ্ধ ও হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে। অন্যান্য সিস্টেমে জ্ঞানের এমন বিকাশ ও শুদ্ধতা অর্জিত হয় না।

[২]

বক্তার মুখ থেকে কিছু শেখা, আর ক্লাসে শিক্ষকের কাছ থেকে শেখার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। একটি বক্তৃতায় আলোচ্য বিষয়ে অনেক কথাই আসে। সব কথা বক্তার অধ্যয়নের আওতাভুক্ত নাও হতে পারে। আবার বক্তৃতার মাজলিসগুলো প্রায়ই দীর্ঘ হয়ে থাকে। অপরদিকে ক্লাসে শিক্ষকের লেকচার সাধারণত সীমিত সময়ের ভেতরে হয়ে থাকে। পাশাপাশি পাঠ্য বিষয়ের আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন একজন শিক্ষকের আবশ্যিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পাঠ্য বিষয়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোচনাও শিক্ষককে পড়ে আসতে হয় ভালো করে। কোন শিক্ষক যদি এর ব্যত্যয় ঘটান, তাহলে তিনি দায়িত্ব সঠিকভাবে পূরণ না করার কারণে দোষী সাব্যস্ত হবেন। পাঠ্য বিষয়ের যে বই ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে, তাতে কোন ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য থাকলে সেটাও শিক্ষক ছাত্রদের জানিয়ে দেন। এতে করে কালো অক্ষরে লেখা সব কথাই অকপটে বিশ্বাস করার যে মানসিকতা, তা থেকে ছাত্ররা বেঁচে যায়। তথ্য সংগ্রহে সতর্কতার মনোভাব তাদের মধ্যে জেগে ওঠে। আর এভাবেই তথ্য বিভ্রাট থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক জ্ঞান আহরণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে থাকে।

### [৩]

জ্ঞানার্জনের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষক নির্বাচন। যার হাত ধরে আপনি জ্ঞানের অথৈ সমুদ্রে যাত্রা করবেন তার জ্ঞান যদি ভুল বা অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে আপনি মাঝ পথে ডুবে যাবেন। তাই শিক্ষক নির্বাচনে খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। বিশিষ্ট তাবিঈ মুহাম্মাদ বিন সীরীন রাহিমাছল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই এই ইলম দ্বীনের আওতাভুক্ত। অতএব তোমরা কার কাছ থেকে জ্ঞান আহরন করছ, তার সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নাও।

(শামায়িলুত তিরমিযী, হাদিস নং ৪১৭, ইমাম তিরমিযী -মৃত্যু ২৭৯হিজরী রাহিমাছল্লাহ রচিত।)

একজন ছাত্র সাধারণত তার শিক্ষককে আইডল হিসেবে গ্রহণ করে। তার পথ ও মতকে অবচেতন মনেই আকড়ে ধরে। এবং সে অনুযায়ীই তার জীবন পরিচালনা করে। এজন্যই আপনি যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আদর্শে আদর্শবান কোন শিক্ষকের শীষ্যত্ব লাভ করেন, তাহলে আপনি দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। পক্ষান্তরে আপনার শিক্ষক যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন, তাহলে আপনি খুব সহজেই ভ্রান্তির শিকার হবেন। ভুল ও বিভ্রান্ত শিক্ষা আসন গেড়ে বসবে আপনার মন মগজে। তাই যেনতেন ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করবেন না। এতে আপনার দ্বীন-দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুহাম্মাদ বিন সীরীন রাহিমাছল্লাহ বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন না। কিন্তু যখন ফিতনার (খাওয়ারিজদের আত্মপ্রকাশ) দুয়ার খোলে গেল, তাঁরা সনদ জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন। তাঁরা বলতেন, তোমরা বর্ণনাকারীর নাম বলো। যদি দেখা যেত বর্ণনাকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত, তাহলে হাদিস গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বহির্ভূত কোন বিদআতি হলে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতেন তার বর্ণনা।

(মুকাদ্দিমাতু মুসলিম সূত্রে লামাহাতুম মিন তারীখিস সুন্নাহ ওয়া উলুমিল হাদিস, পৃষ্ঠা নং ৭৩, আবদুল ফাতাহ আবু গুদাহ -মৃত্যু ১৪১৭হিজরী- রাহিমাছল্লাহ রচিত।)

### [৪]

শিক্ষক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং আদর্শবান হন কি না জানার জন্য কয়েকটি বিষয় খেয়াল করা জরুরি।

ক. তার (আপনার শিক্ষকের) শিক্ষক কে তা জানতে হবে।

খ. তার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। ক্লাসে তার মনোযোগ, অধ্যয়নের ব্যপ্তি, পরিক্ষার ফলাফল, শিক্ষকের কাছে তার অবস্থান, তার কোন খিসিস বা অভিসন্দর্ভ থাকলে তাও খোঁজ নিতে হবে।

গ. তার সম্পর্কে সমকালীন হক্কানী উলামায়ে কেরামের মতামত জানতে হবে।

ঘ. আদাবুল ইলম তথা ইলমী শিষ্টাচার তার মধ্যে বিদ্যমান আছে কি না তার খোঁজ নিতে হবে। বিনয়, তাকওয়া, ভিন্ন মতাদর্শের আহলে ইলমের সাথে তার আচরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে।

ঙ. সালাফুল উম্মাহ তথা উম্মাহর পূর্বসুরি আলেমদের আলোচনা তিনি সম্মানের সাথে করেন কি না সেটা জানতে হবে। আমাদের পূর্বসুরি আইম্মায়ে কেরাম আমাদের জন্য জ্ঞানের যে বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন, তিনি কি তার স্বীকৃতি দেন? ইলমের এই আমানত আমাদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তাদের সুদীর্ঘ সফর, ক্ষুধার অসহ্য জ্বালা, রাত জেগে জ্ঞানার্জনসহ যে সকল অসম্ভব কষ্ট করেছেন, তিনি কি সে জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন? নাকি তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে নিজের জ্ঞানকে তাদের থেকে বেশি মনে করেন(!) খোঁজ নিবেন।

এসকল বিষয় ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে আশা করি আপনি একজন আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্য পেতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

## [৫]

তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না, এরকম মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম। দিন দিন ইন্টারনেটের ব্যবহার সহজ ও গতিময় হচ্ছে। ফলে অনেকেই ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে জ্ঞান আহরনের চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি অনুসরণ না করে দেখারসে তথ্য সংগ্রহ করছেন। ফলে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ির শিকার হচ্ছেন অনেকেই। ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে অন্যের সাথে দাঙ্গিকতা দেখাচ্ছেন। লিপ্ত হচ্ছেন অহেতুক বাকবিতণ্ডায়। বিষয়টি বড়ই দুঃখজনক।

\*\*\*

আসুন, ইন্টারনেট থেকে সঠিক পন্থায় জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু টিপস অনুসরণের চেষ্টা করি।

ক. ইন্টারনেট থেকে আমরা অনেকেই বিভিন্ন আর্টিকেল বা পিডিএফ বুক ডাউনলোড করি। সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আর্টিকেলের তথ্যগুলোর উৎসমূল অনুসন্ধান করা। আর্টিকলে উল্লিখিত তথ্য সঠিক কি না জানার জন্য এই পন্থা অনুসরণ অতি জরুরি। আর পিডিএফ বুক মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে নেবেন। এভাবে অনুসন্ধানী মানসিকতা নিয়ে পড়লে তথ্য বিভ্রাট থেকে বাঁচা সহজ হবে। তিরমিযী শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করতে গিয়ে কোন এক ভাই আলি ইবনুল মাদীনী রাহিমাহুল্লাহর কথাকে নবীজীর হাদিসের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন! তিরমিযী শরীফ খোলে বিষয়টি নিশ্চিত হই। অথচ উৎসমূল অনুসন্ধান না করলে কত বড় তথ্য বিভ্রাটের ফাঁকে পড়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল!

খ. আমরা অনেকেই অনলাইনে ক্লাস করি। বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স করি। সেক্ষেত্রে শিক্ষক নির্বাচনে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ফলো করবেন।

গ. ইন্টারনেট থেকে আমরা অনেকেই ভিডিও বয়ান শুনে থাকি। বক্তব্য আর ক্লাসের পাঠের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেই পার্থক্যের বিষয়টি কোন বক্তব্য শোনার শুরু থেকেই মস্তিষ্কে রাখবেন।

ইদানীং অনলাইন-অফলাইনে বক্তাদের সংখ্যা অসংখ্য। ইসলাম প্রচারের জন্য বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা যেতো, কিন্তু সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ বক্তার সংখ্যা খুবই কম। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। সত্য-সুন্দরের বিকাশে আমাদের পদচারণা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম। অধিকাংশ বক্তার বক্তৃতায় ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছে খুব সহজেই এসব তথ্য বিভ্রাট ধরা পড়ে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক নির্বাচনের জন্য যেরকম বলেছিলাম শিক্ষকের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দলভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ হওয়া, বক্তার ক্ষেত্রেও বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। তথ্য সূত্র উল্লেখ করলে উৎসমূল অনুসন্ধান করবেন। আমাদের (উলামাদের) ক্ষুদ্র দৃষ্টিতেই অনেক বক্তার বড় বড় ভুল চোখে পড়েছে। বিধায় মঞ্চে সিংহাসন অলংকৃত যেকোন বক্তার কথা চোখ বুজে মেনে নিবেন না। যথাসম্ভব অনুসন্ধান করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

উপকারী ইলমের জন্য আমরা আল্লাহ তায়াল কাছে সবাই এই দোয়া করবো .....

১- [عن أبي هريرة: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشيع ومن دعاء لا يسمع]

النسائي (ت ৩০৩), سنن النسائي ৫৫৩৬ • [فيه] سعيد لم يسمعه من أبي هريرة • أخرجه أبو داود (১৫৪৮), والنسائي (৫৫৩৬) واللفظ له، وأحمد (৮৬৬৭)، وابن ماجه (২৫০) باختلاف يسير.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই এমন ইলম থেকে যা কোন উপকার করেনা, এবং এমন হৃদয় থেকে যা (আপনার আযাবকে) ভয় করেনা, এবং এমন মন থেকে যা পরিতৃপ্ত হয়না, এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল করা হয়না।